দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 2 6 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ১

কাজের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে বাউবি'র সহায়ক ভূমিকা

আখতার হামিদ খান

বাউবির সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে প্রমোশন পাওয়া সম্ভব এটি জানা ছিল না সাহিদা বেগমের। পাঁচ সন্তানের জননী সাহিদা বেগম এ বছর সাভার কলেজ কেন্দ্র থেকে বাউবি পরিচালিত ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছেন। তার বাড়ী ধামরাইর এক অজ পাড়াগাঁয়ে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিনি নিয়মিত টিউটোরিয়াল ক্লাস করেছেন সাভারে এসে। পরীক্ষার হলে তার চোখ মুখে বর্ণিল হাসি। পাস করে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হবেন। পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে এক গাল হেসে ফেলেন। নিয়মিত লেখাপড়া করেছি, পাস করতে সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। বাউবির সার্টিফিকেট সরকার সমমান দিয়েছে একথা জানা ছিল না আমাদের। এতদিন বাউবি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। বাউবির ধামরাইর কো-অর্ডিনেটিং অফিসার সনালপি মেজবাহ উদ্দিন তুহিন স্যার গত বছর এখানে যোগদানের পর তার কাছ থেকে বাউবি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মেলে। তিনি বিভিন্ন গ্রামে এসে বাউবির শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সবার সাথে মতবিনিময় করেন। অনেকেই তার সাথে পরিচিত হয়ে বাউবি সম্পর্কে পেয়েছে স্বচ্ছ ধারণা। কথাগুলো একটানে বললেন সাহিদা বেগম। আমেনা খাতুনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি গত বছর ইংরেজীতে অকৃতকার্য হন। এ বছর পুনরায় বসেছেন পরীক্ষা দিতে। মুখভর্তি পান চিবাতে চিবাতে খাতায় বেশ দ্রুত গতিতেই কলম চালিয়ে নিচ্ছেন। পরীক্ষা শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানালেন, এবার তার পাস হয়ে যাবে। তার মেয়ে সোহেলি এ বছর কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। সারা বছর মা মেয়ে দু'জনেই আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে। পরীক্ষার হলে প্রথম বেঞ্চে বসা তৃপ্তির মাথার সিঁথিতে সিঁদুরের রক্তিম আভা টক টক করছিল। কাছে গিয়ে জানা গেল, মাত্র দু'দিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে মাকে নিয়মিত কুটির শিল্পের কাজে সহযোগিতা করেছে। ক্লাসের চাপ না থাকায় সে বাউবিতে ভর্তি হয়েছিল। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করার। কফিলের বয়স পঁয়তাল্লিশ। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী দুই সন্তানের জনক। একটি প্রমোশন হবে এই আশায় প্রাণপণ খেটে যাচ্ছেন। তিনি সাভার কলেজ কেন্দ্রের এইচএসসির ছাত্র। বাউবি না থাকলে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী, সন্তান নিয়ে লেখাপড়া সম্ভব হত না। বাউবির মেজবাহ স্যার আমাকে মনোবল দিয়েছেন। পাস করলেই প্রমোশন পাব ইনশাল্লাহ। দত্তল্ একটি কলেজে চাকরি করে। পিতার মৃত্যুর কারণে তাকে অল্প বয়সে চাকরি নিতে হয়েছে। বাউবিতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে অনার্স-মাস্টার্স করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। আব্দুস সালাম দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করেছেন। তার সন্তানদের কাছে তিনি উচ্চশিক্ষিত বাবা হতে চান। তাই সাভার কলেজে বাউবির এইচএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছেন। তিনি বলেন, বয়সের কারণে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে অনেকটাই বেমানান। বাউবি গরীব মেহনতি মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা কর্মজীবী ও ব্যস্ত। বাউবি না থাকলে কোনদিনই আমাদের লেখাপড়া করা সম্ভব হত না। বাউবির মত প্রতিষ্ঠান আরও প্রয়োজন, যেখানে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়। অথবা বাউবিতেই এ ধরনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নিদির বয়স বাইশ। সে বাসায় তার বাবা-মাকে সময় দেয়, তাই সে ভর্তি হয়েছে বাউবিতে। রত্না, মনি দুজনেরই বয়স ষোল। তারা প্রথমে সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করলেও এ বছর ভর্তি হয়েছে সাভার অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় টিসিতে। তারা খুবই ভাল ছাত্রী, তারা বাউবির মাধ্যমে ভাল রেজাল্ট করে দেশবাসীকে দেখাতে চায়। তাদের ধারণা, বর্তমান যুগে লেখাপড়ার পাশাপাশি আরও কিছু করা প্রয়োজন। বাউবিতে লেখা পড়া করলে দিনের সময়টুকু অন্যকাজে ব্যয় করা যায়। লিমন একটি ফার্মেসিতে ডাক্তারের সাথে কাজ করে। তার ইচ্ছা কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া করে নিজেও ডাক্তার হবে। বাংলাদেশের মানুষ জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে গিয়ে বেশীর ভাই লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। বিগত বছরগুলোতে সাভার-ধামরাই জনপদে বাউবির কোন প্রচার কার্যক্রম ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা না থাকায় এলাকাবাসী জানত না বাউবির মাধ্যমে জীবন গড়ার কথা। গত বছর বাউবির ধামরাই অফিসে যোগদান করেন দৈনিক বাংলার সাবেক সাংবাদিক, গবেষক, লেখক মেজবাহ উদ্দিন তুহিন। তিনি যোগদান করে সাংবাদিক, স্থানীয় প্রশাসন, এলাকাবাসী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নকলমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলেন। নতুন নতুন কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বৃদ্ধি করেন শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এলাকাবাসীর কাছে এ অঞ্চলে এখন পূর্ণভাবে পৌঁছে গেছে বাউবির আলোকবর্তিকা।

সাভার (ঢাকা) : বাউবি'র পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মহিলা শিক্ষার্থীরা —ইনকিলাব